بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দ্বাদশ বর্ষ — ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৩৲ — প্রতি কপি—৵০

১৫ই মাহে ফত্‌হে—১৩২১ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ইং

তাহ্‌রীকে জদীদ

নবম বৎসর

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) খোৎবা

২৭শে নবেম্বর, শুক্রবার

অনুবাদক—মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ,

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) পায়ে গেটে বাতের বেদনা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিগত ২৭শে নবেম্বর জোমার খোৎবা প্রদান করেন। জমাতের সকল বন্ধুগণকে তিনি তাহ্‌রীকে জদীদের নবম বৎসরের জন্ম আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি বন্ধুগণ সমোৎসাহে ইহাতে সাড়া দিবেন ও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) নিকট খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৫০০০ পাঁচ হাজারী সেনাবাহিনীতে যোগদান করিবেন যাহাদের মর্য্যাদা বদর যুদ্ধে হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) সহায়ককারীদের সমতুল্য হইবে। খোৎবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল— (সঃ, আঃ)

হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন:—"বন্ধুগণ অবগত আছেন যে আজ প্রায় ২০ দিন যাবত আমি গেঁটে বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছি। খোদাতা'লার অনুগ্রহে ৩।৪ দিন যাবত বেদনার অনেক উপশম হইয়াছে। গত কল্য হইতে পা মাটিতে রাখিতে পারিতেছি, কিন্তু আমি এখনো চলাফেরা করিতে পারি না। চলাফেরা দূরে থাক্‌, উঠিয়া বসাও আমার জন্য কতক অসম্ভব। এই জন্য 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসরের এ'লানের সময় সমুপস্থিত দেখিয়া, আমি প্রথমে ইহার বিষয় একখানি প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ঐতিহাসিক এমন ঘটনা আমার সম্মুখে আসে যে এইরূপ গেঁটে বাত-রোগের বেদনা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জেনারেল যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, এবং পাল্কীতে শয্যাগত অবস্থায় আদেশ প্রদান করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।'

"সুতরাং, কাহারো কাঁধে চড়িয়া আসা যদিও কষ্টদায়ক এবং তাহা আপাততঃ অনুচিত মনে হইলেও, যদি পার্থিব বিষয়ে পাল্কীতে বসিয়া যুদ্ধ চালনা করা যাইতে পারে, তবে এমন সঙ্কট সময়ে যখন আমাদিগকে সত্যের অরির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে—যে যুদ্ধ ভৌতিক বিষয়ের জন্য নহে বরং আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বকার নবিগণও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, কলিযুগে ফেরেস্তা ও শয়তানের মধ্যে শেষ যুদ্ধ হইবে,—আমাকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইল যে আগেকার মত এবারো 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসরের আহ্বান আমি নিজ মুখেই করিব।"

"তারপর আমি সকল বন্ধুগণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, 'তাহ্‌রীকে জদীদের' অষ্টম বৎসরের আহ্বানে পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এখন নবম বৎসরের আহ্বানের সময় উপস্থিত। তাই, যাহারা কাদিয়ানে আছেন বা কাদিয়ানের বাহিরে, ভারতে আছেন বা ভারতের বাহিরে, যাহারা আহ্‌মদী বলিয়া দাবী করেন কিম্বা প্রকাশ্যতঃ এখনো নিজকে আহ্‌মদী সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নিতে পারেন নাই কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে আহ্‌মদীয়তের সত্যতা অঙ্কুরিত হইয়াছে—এমন প্রত্যেককেই আমি বলি, 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা যে-সমস্ত বন্ধুগণকে ইহার নির্দ্ধারিত সর্ত্ত অনুযায়ী অংশ গ্রহণ করিতে তৌফিক দিয়াছেন—তাহাদিগকে আমি জানাইতেছি যে, আজ হইতে 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসর আরম্ভ হইল। ইহার অর্থ এই যে আমাদের গন্তব্য পথের চারি ভাগ অতিক্রম করা হইয়াছে। এখন কেবল আর এক ভাগ বাকী আছে। প্রত্যেক বৎসরই বন্ধুগণকে আগে বাড়িয়া অংশ গ্রহণ করিতে বলা হয়।

এই বৎসরও আমি আশা করি, বন্ধুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবেন। এখন যেহেতু এই 'তাহরীক' প্রায় অবসান হইতে চলিয়াছে বন্ধুগণ ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বেশী অংশ গ্রহণ করিবেন। অবসান হওয়ার এই উদ্দেশ্য যে ভবিষ্যতে 'তাহরীকে জদীদের' বর্ত্তমান আকার কায়েম থাকিবে না। এই জন্য এখন অধিকতর উৎসাহ ও সাহসের আবশ্যক। এমন অনেক আছেন যাহারা প্রথম হইতে ইহাতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা অবশ্যই এখনো করিবেন। কিন্তু যাহারা অধিকতর কোরবানী করেন নাই, তাহাদিগকে আমি বলি—'আমাদের গন্তব্য পথ শেষ হইতে চলিল, গন্তব্য স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। আগামীতে 'তাহ্‌রীকে জদীদের' শেষ বৎসর হইবে। অতএব গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া তোমাদের সর্ব্ব-শক্তি এখন প্রয়োগ করা দরকার, যেন ধর্ম্মের জন্য এমন একটি ভিত্তি স্থাপন করা যায় যাহা ইস্‌লামের যুদ্ধের জন্য ফলপ্রদ ও কল্যাণকর হয়'। এই আহ্বান করিতেই আজ আমি রুগ্ন অবস্থায় আসিয়াছি :—'সাবধান, আজ যাহারা এই তাহ্‌রীকে অংশ গ্রহণ করিতে শৈথিল্য ও অবহেলা করিবে তাহার জন্য আবার রেল-গাড়ী ধরা ও গন্তব্য-স্থানে পৌঁছা মুস্কিল হইবে। এখন খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিবার জন্য রেল-গাড়ী চলিবার উপক্রম হইয়াছে, শেষ ঘণ্টা বাজিতেছে। যাহারা এখন আরোহণ করিতে পারিবে না, তাহারা আর এ গাড়ীতে যাইতে পারিবে না। সুতরাং সত্বর আরোহণ কর—এমন না হয় যে তোমরা পিছনে থাক এবং পরে তোমাদিগকে শৈথিল্যের কারণে প্রকৃত আশীষ হইতে বঞ্চিত থাকিবার জন্য অনুতাপ করিতে হয়।'

যাহারা ইতিপূর্ব্বে এই তাহ্‌রীকে অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাহারা এখনো করিতে পারেন। এমন কি তাহারা এই বিষয়ে কতক চাঁদা পরেও আদায় করিতে পারিবেন। যাহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অতি কম, তাহাদিগকেও আমি বলি যেন তাহারা তাহা পূরণ করিয়া ফেলেন। আমি জ্ঞাত আছি—'এমন অনেক আছেন যাহাদের মাসিক আয় ৫০৲ টাকা কিন্তু তাহারা তাহ্‌রীকে জদীদে বৎসরে ১০০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। আবার এমন কেহও আছেন যাহাদের মাসিক আয় ২০০৲ টাকা কিন্তু তাহারা ১০।২০৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।' এমন লোকদের জন্য সুযোগ রহিয়াছে। তাহারা এখন চাঁদার ন্যূনতা পূরণ করিয়া দিতে পারেন। খোসা কোন কাজে আসে না, সার পদার্থ ই কাজে লাগিতে পারে। এইরূপ কেবল নাম কাজে আসে না, প্রকৃত তথ্য কাজে আসে। পরোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অবশ্য তাহ্‌রীকে জদীদে নাম লিখাইয়াছেন কিন্তু খোদাতা'লা প্রকৃত বিষয়ের বিচার করিবেন এবং তিনিই আশীষ প্রদান করিবেন। সুতরাং যাহারা এই তাহ্‌রীকে অপেক্ষাকৃত কম অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া উচিত, যেন খোদাতা'লার মনোনীত ধর্ম্ম-গৃহের ভিত্তি রাখিবার সময় সেখানে তোমাদের পুণ্য কর্ম্মের ভিত্তিও রাখা যায়, এবং তাহা যেন ইহ-পরকালে সুমিষ্ট ফল প্রদানকারী সুবৃহৎ বৃক্ষের শিকরের মত সুদৃঢ় ভাবে কায়েম থাকিতে পারে।"

আদর্শ কোরবানী

বিগত ২৭শে নবেম্বর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) খোৎবার পর কাদিয়ান মস্‌জিদে আক্‌সায় উপস্থিত আহ্‌মদিগণের মধ্যে নূতন উৎসাহের সৃষ্টি হয়, এবং জোমার নমাজের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহ্‌রীকে জদীদের নবম বৎসরের বাবত ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা নগদ আদায় ও ২৫০০০৲ সাড়ে পঁচিশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কেহ কেহ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৬০।৭০ টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন; কেহ তাহার মাসিক আয়ের দেড় গুণ, দুই গুণ করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। কোন কোন শিক্ষার্থী তাহার এক মাসের বৃত্তির সম্পূর্ণ টাকা দিয়াছেন, কেহ দুই মাসের বৃত্তির টাকা দিয়াছেন। এই ভাবে আহ্‌মদী মেয়েদের মধ্যেও হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) পবিত্র বাণী উৎসাহের সৃষ্টি করে। তাহারাও এই ভাবে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

নিম্নে আমাদের বাঙ্গালী ভাই ভগিনীদের অবগতির জন্য তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিলাম। আশা করি তাহারাও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসরের আহ্বানে সাড়া দিবেন।

হজরত উম্মোল মোমেনীন সাহেবা—	৩৬৫৲
হজরত মির্জা বশির আহ্‌মদ সাহেব, এম-এ—	৩৩০৲
জোনাব ছৈয়দা উম্মে তাহের সাহেবা সেক্রেটারী, লাজনা-আমাউল্লাহ, কাদিয়ান,—	১৮৪৲
জোনাব নবাব মোহাম্মদ আবদুল্লা খাঁন সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী—	১০১৩৲
হজরত মীর মোহাম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব—	২৫০৲
„ মীর মোহাম্মদ ইস্‌হাক সাহেব—	১৫২৲
চৌধুরী গোলাম হুসেন সাহেব সোফেদপুর—	৪০০৲
চৌধুরী মোহাম্মদ সইদ সাহেব—	৪৩০৲

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) স্বয়ং নবম বৎসরের বাবত মং ২৭৮৪৲ টাকা দিয়াছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্‌।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক রিপোর্ট *

১৯৪১—৪২ ইং

আল্লাহ্‌ তা'লার অপার অনুগ্রহে ও কৃপায় আমরা আজ পূর্ণ এক বৎসর পর এখানে পুনঃ একত্রিত হইয়াছি এবং এই শুভ উপলক্ষে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার কার্য্য-কলাপ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে আহমদীয়াত বা জীবন্ত ইসলামের শিক্ষা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে নানাহ আপদ বিপদ ঝঞ্ঝা বায়ুর ভিতর দিয়া; কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লোকদিগকে ক্রমেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন এবং আহ্‌মদীয়তের শিক্ষা সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত হইতেছে এবং ক্রমেই এই জমাত ছড়াইয়া পড়িতেছে; 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌'।

আলোচ্য বৎসরের অন্যান্য বিষয় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে আমি দুইটী বিষয় এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

১। তন্মধ্যে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা একটী। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, এই হাঙ্গামা ১৮ই মার্চ্চ ১৯৪১ সনে আরম্ভ হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহা ভীষণ আকারে ঢাকায় এমন কি ঢাকা সহরের বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় ১ বৎসর কাল এই হাঙ্গামা বর্ত্তমান থাকিয়া শত শত লোকের প্রাণনাশের কারণ হয়।

সাধারণ ভাবে এই হাঙ্গামা আমাদের কার্য্যের ভীষণ পরিপন্থি হয়। আমরা পূর্ব্ব রীতি অনুযায়ী আহ্‌মদীয়তের প্রচার কার্য্যের সুবিধা করিতে না পারিলেও, ঐ হাঙ্গামার সময়ে শান্তি প্রচেষ্টা কার্য্যে আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষা অনুযায়ী—এই কর্ত্তব্যই তখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহা সম্পাদনে আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। "পিস কমিটি" গঠন করিয়া হিন্দু মোসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য আমরা পূর্ণভাবে লিপ্ত থাকি। আমাদের এইরূপ নগণ্য প্রচেষ্টার কারণে বক্সিবাজারের ও হুস্‌নি দালান রোডের এলাকাতে কোনরূপ হাঙ্গামার অবস্থা উৎভব হইতে পারে নাই। হিন্দু মোসলমান আমরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়াছি। আমরা সংখ্যায় নেহায়েত নগণ্য ছিলাম নতুবা সহর ব্যাপিয়া আমাদের চেষ্টা প্রসার করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, এবং সহরেও আল্লাতালার ফজলের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি এত দীর্ঘকাল, ক্রমাগত প্রায় এক বৎসর, হাঙ্গামা বিরাজ করিতে পারিত না,—লাঠি, সঙ্গিন এবং গোলাগুলিরও আবশ্যক হইত না। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষার প্রভাবেই শান্তি স্থাপন হইত।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিশনেও এইরূপ হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখিয়া ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন শাখা আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী-দিগকে একত্রিত করিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল মাহ্‌দীর প্রাঙ্গনে এক পরামর্শ সভা করা হয়, এবং স্থানীয় আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী উপস্থিত সকলকে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) শিক্ষা অনুযায়ী শান্তিপ্রিয় থাকিতে এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যেন প্রসার লাভ না করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে উৎসাহিত করেন, এবং সেই সময় আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য বৎসরে আমাদের মাননীয় আমীর আল্‌হজ্জ খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বি-ই-এস্‌ (রিটায়ার্ড), প্রায় দুই মাস কাল ভীষণ রূপে শয্যাগত থাকেন। তাঁহার এই পীড়িত অবস্থায় তিনি ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর এবং ১৯৪১ সনের জানুয়ারী এই দুই মাস কাল ছুটিতে থাকেন এই সময়ের জন্য তাঁহার মনোনয়ন ক্রমেই কাদীয়ান সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার নাজের-আলা আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবুল হোসেন সাহেব সাব-রেজিষ্টারকে কায়েম-মকাম আমীর নিযুক্ত করেন।

আঞ্জোমন :—খোদাতা'লার ফজলে বঙ্গদেশের প্রায় ২৪টী জেলাতে আমাদের শাখা আঞ্জোমন প্রতিষ্ঠিত আছে। আসাম প্রদেশের ডিব্রুগর জেলার আঞ্জোমন সহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার তত্ত্বাবধানে মোট ৪৮টী আঞ্জোমন ছিল। আলোচ্য বৎসরে কোন কোন আঞ্জোমনের মেম্বারগণ অন্যান্য আঞ্জোমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মোট এখন ৪৫টি আছে। তাহার উপর খোদাতালার ফজলে এই বৎসর পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত ধর্ম্মনগরে এবং ত্রিপুরা জেলায় নবিনগর থানার অন্তর্গত সাহাবাজপুর গ্রামে নূতন আঞ্জোমন গঠিত হইয়াছে—

আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌।

আল্লার অনুগ্রহে আমরা এই দুইটী আঞ্জোমনেই উৎসাহী কর্ম্মী পাইয়াছি যাঁহারা আহ্‌মদীয়াত প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

তবলীগ ও তালীম :—(১) তবলীগ ও তালীম কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালনা করিবার জন্য কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনের পক্ষ হইতে মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব নিযুক্ত আছেন।

আলোচ্য বৎসরে বঙ্গদেশে তবলীগ কার্য্য প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে মৌলবী মোহাম্মদ তালেব হোসেন সাহেব এবং মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেবকে অবৈতনিক ও অস্থায়ী ভাবে মোবাল্লেগ নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার অফিসের কার্য্যের সুবিধার জন্য মৌলবী সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেবকেও অস্থায়ী ভাবে মোবাল্লেগ নিযুক্ত করা হয়।

---

* বিগত ২২শে অক্টোবর, ১৯৪২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক পরামর্শ সভার প্রারম্ভে মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, জেনারেল সেক্রেটারী আঞ্জোমনের বাৎসরিক রিপোর্ট শুনান। তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে সকলের অবগতির জন্য "আহ্‌মদীতে" প্রকাশ করা গেল ;— সঃ, আঃ।

(ক) আলোচ্য বৎসরে মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী বি-এ, অফিস সংক্রান্ত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার হেড্‌ অফিসে থাকা-কালীন উপরের লিখিত হাঙ্গামার সময়ে শান্তি স্থাপন কার্য্যে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন। ঐ সময়ে আঞ্জোমন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া তাঁহার জন্য সমীচীন ছিল না, তথাপি সময় ও সুযোগ অনুসারেই তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায়—ভরতপুর, আঙ্গারপুর, ইব্রাহীমপুর, ডাঙ্গাপাড়া ও খরিন্দা গমন করেন এবং তবলীগ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই আঞ্জোমন সমূহের কার্য্য-কলাপ, হিসাবাদি পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত রঙ্গপুর জেলায় গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ জেলায় গোপালপুর ও ময়মনসিংহ সদর এবং বগুড়াতে তবলীগ করেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি কোরান শরীফের ও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আইঃ) এলহাম সম্বলিত 'তাজকেরা' কিতাবের দরস দিয়াছেন।

(খ) মৌলবী মোহাম্মদ সায়ীদ সাহেব মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বগুড়া, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, নাটোর, এবং জলপাইগুড়ি জেলায় সদর টাউন ও তদন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে মিটিং করিয়া এবং ওয়াজের মজলিস করিয়া তবলীগ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।

(গ) মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের শাখা আঞ্জোমন সমূহের হিসাবাদি পরিদর্শন করেন এবং বাচনিক ভাবে সেখানে তবলীগ করিতে থাকেন। অবশেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হিসাব পত্রের জন্য তাহাকে ঢাকা হেড অফিসের কাজে যোগদান করিতে হয়।

(২) আল্লামা জিল্লোর রাহ্‌মান সাহেব এবার কলিকাতা আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার তবলীগ কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভরতপুর ও ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং তদঞ্চলে কোন কোন স্থানে তবলীগ কার্য্য করিয়াছেন।

(৩) তবলীগ ও তালীম কার্য্য সম্পাদনের জন্য কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনের ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের নিয়োজিত মোবাল্লেগগণের প্রচেষ্টা ব্যতীত আলোচ্য বৎসরে: আরো তবলীগী প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতক বর্ণনা করা যাইতেছে :—

(ক) আমাদের মাননীয় আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বি-ই-এস্‌ (রিটায়ার্ড), আলোচ্য বৎসরের প্রথম ভাগেই আহ্‌মদীয়াতের শিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের বিভিন্ন স্থানে টুর করেন। এমন কি এই সমস্ত জেলার অন্তর্গত কোন কোন গ্রামেও তিনি যান এবং লোকদিগকে হজরত ইমাম-মাহ্‌দীর (আঃ) আগমনের ও তাঁহার শিক্ষার সংবাদ দেন।

(খ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার ভূতপূর্ব্ব আমীর মাননীয় খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান চৌধুরী, এম-এ, বি-টি, ঢাকা বিভাগের অবসর-প্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্পেক্টার, আহ্‌মদীয়াতের শিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান (পাঞ্জাব) হইতে বঙ্গদেশে আসেন এবং ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার খোয়াই সব-ডিভিশনে তবলীগ করেন। অতঃপর তিনি বগুড়া ও নাটোরে যান, তথা হইতে কাদিয়ান চলিয়া যান।

(গ) কাশ্মির নিবাসী আমাদের সুপরিচিত সাইকেল টুরিষ্ট কোরেশী মোহাম্মদ হানিফ সাহেবও তবলীগের উদ্দেশ্যে কিছুকাল বঙ্গদেশে ছিলেন। সেই সময়ে তিনি রাজসাহীতে গিয়াছিলেন এবং কুলার হোষ্টেলে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের নিকট আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা বিষয়ে প্রচার করেন।

(ঘ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার অবৈতনিক মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ তালেব হুসেন সাহেব কিশোরগঞ্জ সব-ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে, ত্রিপুরার অন্তর্গত লাকশাম, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত বাল্লাতে তবলীগ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

(ঙ) আমাদের অন্য অবৈতনিক মোবাল্লেগ মৌলবী আহ্‌মদ আলী সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সব-ডিভিশনের অন্তর্গত তারুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে এবং নবিনগর থানার অন্তর্গত সাহাবাজপুর গ্রামে তবলীগ করিয়াছেন।

(চ) আমাদের নব দীক্ষিত উৎসাহী যুবক মিঞা মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেব নবিনগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে ও নারায়ণগঞ্জ টাউনে আহ্‌মদীয়াত প্রচারে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার চেষ্টার কারণেই তদঞ্চলের বহু গণ্যমান্য লোকগণ প্রকৃত আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাহার প্রচেষ্টা আরো ফলবতী করুন এবং আমাদের জমাতের অন্যান্য যুবকদিগকে তদনুরূপ উৎসাহের সহিত তবলীগ করিতে তৌফিক দিন—আমীন!

(ছ) এতদ্ব্যতীত আমাদের অন্যতম ভগ্নি মিসেস্‌ মোমেনা খাতুন যশোহরে অবস্থান কালীন শিক্ষিত হিন্দু মোসলমান মেয়েদের মধ্যে আহ্‌মদীয়াত প্রচার করিয়াছেন। আশা করি বঙ্গদেশের আহ্‌মদী শিক্ষিতা মহিলা বৃন্দ তাহার ন্যায় প্রচার কার্য্যে সচেষ্ট থাকিবেন।

সভা-সমিতি

আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত স্থানে আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সভা অনুষ্ঠিত হয় :—

(১) পশ্চিমবঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভরতপুরে—১০ই, ১১ই মে, ১৯৪১ ইং;

(২) বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা বিষয়ে পরামর্শ সভা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪১ ইং;

(৩) উত্তর-বঙ্গ আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্স রংপুর জেলার অন্তর্গত সাহাবাজপুরে ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১ ইং;

(৪) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পঞ্চবিংশতি বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ২রা ও ৩রা অক্টোবর, ১৯৪১ ইং;

(৫) বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মহিলা অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪১ ইং;

(৬) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে স্থানীয় আঞ্জোমনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ ইং;

(৭) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত তারুয়াতে স্থানীয় আঞ্জোমনের দশম বার্ষিক অধিবেশন, ১লা ও ২রা মার্চ্চ, ১৯৪২ ইং।

কাদিয়ানের নাজের মহোদয়

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের অনুরোধে কাদিয়ানের দাওয়াত-ও-তবলীগের নাজের মৌলবী আবদুল মোগ্‌নী খাঁন উপরিল্লিখিত প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক অধিবেশনের সফলতার জন্য হার এক্সেলেন্সি মেরী হারবার্ট, স্যার নীলরতন সরকার, বাবু নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ মহোদয়গণ তাঁহাদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী প্রেরণ করেন। তাহা মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব সভায় পাঠ করেন এবং 'আহ্‌মদী' ও অন্যান্য পত্রিকায় যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মৃতি সভা

বিগত ১৯৪১ ইং সনের ২৬শে মে তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত সরাইল এবং কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত বীর পাইকশাতে স্থানীয় আহমদীদের উদ্যোগে হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) স্মৃতি বার্ষিকী সভার অনুষ্ঠান হয় এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার পবিত্র শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়।

নবী দিবস

নবী দিবস উপলক্ষে ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৪২ ইং, তারিখে ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ হলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফেকাল্টি-অব-সাইন্সের ডিন্‌ ডাঃ নলিনী মোহন বোস মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী, বাবু প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, মৌলবী কাজি মতাহের হুসেন, মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী ও মৌলবী আবদুর রাহ্‌মান খাঁ হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) পবিত্র জীবন-চরিত ও তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তবলীগ দিবস

ঢাকা :—গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আহ্‌মদীয়াত প্রচার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ ইং সনে ৮ই জুন, তারিখে ঢাকায় "তবলীগ-ডে উপহার" নামক পুস্তিকা বিতরণ করা হয় ও ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করা হয়।

বগুড়া :—স্থানীয় আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের প্রচেষ্টায় বগুড়া এডওয়ার্ড হলে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের মাননীয় আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বি-ই-এস্‌ (অবসর-প্রাপ্ত) সেই উপলক্ষে সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম পৌছান।

পুস্তক ও হেণ্ডবিল

(ক) তবলীগ কার্য্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রকাশিত করা হয় :—

(১) আল্লামা জিল্লোর রাহ্‌মান সাহেবের লিখিত 'মহাসমরের অবসানে'—১২৫০ কপি ;

(২) সেকান্দারাবাদ নিবাসী জোনাব শেঠ আবদুল্লাহ্‌ আল্লাহদীন সাহেবের লিখিত ও আমাদের ভ্রাতা মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক উর্দ্দু হইতে অনুদিত "মুক্তির সন্ধান" —১২৫০ কপি ;

(৩) গয়র আহ্‌মদী মোসলমানদের মধ্যে প্রচার কল্পে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বর্ত্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কতক 'তবলীগ-ডে উপহার' নামক পুস্তিকাতে প্রকাশ করা হয়—২০০ কপি।

(খ) এতদ্ব্যতীত হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) পুস্তক "ফতেহ্‌-ইসলাম" আমাদের অন্যতম ভ্রাতা মৌলবী আবদুর রাহ্‌মান খাঁ, বি-এল, সম্পাদক, 'আহ্‌মদী,' বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন ও জোনাব আমীর মহোদয়ের উপদেশ ক্রমে মৌলবী মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ, সংশোধন করিয়া ইহার মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেন, কিন্তু ঢাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে তাহা স্থগিত থাকে। বিগত ১৯৪১—৪২ ইং সনে কয়েকবারই ইহার মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করা হয়, কিন্তু উল্লিখিত কারণে তাহা শেষ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে।

পত্রিকাদি

(ক) তবলীগের আমাদের আর এক সহায় 'পাক্ষিক আহ্‌মদী' পত্রিকা। নানাহ দুর্য্যোগের ভিতর দিয়াও খোদাতা'লার ফজলে তাহা রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে, এবং গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ব্যতীত বঙ্গদেশের বিভিন্ন রিডিং রোম, লাইব্রেরীতে তাহা প্রেরণ করা হইয়া থাকে যাহার ফলে নূতন নূতন সত্যান্বেষণকারী আহ্‌মদীয়াত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছেন।

ইহা ছাড়া কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনের পরিচালিত,

(খ) ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সান-রাইজ' ও

(গ) মাসিক 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' এবং

(ঘ) উর্দ্দু মাসিক 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন্স' তবলীগ কার্য্যের সহায়তা করিতেছে।

"সান্‌-রাইজ" পত্রিকা কোন কোন লাইব্রেরীতে পাঠান হয়, এবং মাসিক পত্রিকা দুইখানি লোকদের নিকট পড়িতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন লোক এই সমস্ত পত্রিকার সাহায্যেও সত্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারিতেছেন।

বয়াত ও আঞ্জোমন

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন স্থান হইতে লোক পবিত্র আহ্‌মদী সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়াছেন, যথা :—

কিশোরগঞ্জ সবডিভিশনের অন্তর্গত প্রেমারচর ও বৈরাগীরচরে ; ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিভিশনের অন্তর্গত সাহাবাজপুরে, চাঁদপুর সবডিভিশনের অন্তর্গত লাকশামে, ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় খোয়াই সবডিভিশনের অন্তর্গত জাম্বুরাতে এবং ধর্ম্মনগর সবডিভিশনে।

তন্মধ্যে ধর্ম্মনগর ও সাহাবাজপুরে নূতন আঞ্জোমন গঠিত হইয়াছে এবং তবলীগ কার্য্য তোড় জোড়ে চলিয়া আসিতেছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

দাতব্য চিকিৎসালয়

ঢাকা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যে গরীব দিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে এবং টাইফয়েড ও টাইফাস্‌রূপ উৎকট ব্যাধি হইতে খোদাতা'লার ফজলে কয়েকজনকে আরাম করা হইয়াছে ; তাহা ছাড়া অন্যান্য রোগে আক্রান্ত অনেককেই আরোগ্য করা হইয়াছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

চাঁদা

সাধারণ চাঁদা রীতিমত আদায়ের জন্য, 'তাহরীকে জদীদের' ও 'কাদিয়ানের সালানা জলসার' চাঁদার জন্য সময় সময় আবেদন করা হইয়াছে। জোনাব আমীর মহোদয় শয্যা-শায়িত অবস্থায় লোকদের নিকট তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে আপীল করিয়াছেন। পৃথক তাকিদ চিঠি দেওয়া হইয়াছে; সুযোগ মত মোবাল্লেগগণ মিটিং করিয়া বা ব্যক্তিগত ভাবে আহ্‌মদীদিগকে চাঁদা রীতিমত ভাবে আদায় করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন আঞ্জোমনের হিসাব পরিদর্শন করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

বিস্তারিত আয়-ব্যয়ের হিসাব আহ্‌মদী পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে বিগত তিন বৎসরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আয় :—

বিষয় :—	১৯৩৯—৪০	১৯৪০—৪১	১৯৪১—৪২
(ক) সাধারণ চাঁদা :—			
(১) অসিয়তের চাঁদা	৩১০২৷৶৬	২৭৯৬৷৶০	১৬০৭৷৵০
(২) মাসিক চাঁদা	২৬০৫/১০½	১৮৩৭৷৷০	১৬১২৸৶০
(৩) জাকাত, ছদ্‌কা ও এশায়াতে ইস্‌লাম	৪৬২/০	৩১৩৶৬	২৯২৷৶০
(খ) বিশেষ চাঁদা :—			
'তাহ্‌রীকে জদীদ,' 'কাশ্মির ফাণ্ড,' 'জল্‌সা-সালানা' ইত্যাদি	৪২৪১৸৵০ (*)	৮৫৪/০	৯৩৮৫½ পাই
(গ) স্থানীয় চাঁদা :—			
বিভিন্ন বিষয়ে	১৪৪৪৷/৯	১৫৩৮৸৶৩	১৪৩১৸৶৪½ „
মোট—	১১৮৫৬৵১½	৭৩৪০৷৵৯	৫৮৮২৸০

বিগত বৎসরের (১৯৪০—৪১ ইং) তহবীল— ৪৯৯৷৷/৯ পাই

* জুবিলী ফাণ্ড সহ।

সর্ব্ব-মোট—৬৩৮২৷/৯ পাই

১৯৪১—৪২ ইং সনের সর্ব্ব-মোট খরচ—৬২২৬৸০

১৯৪১—৪২ ইং সনের অবশিষ্ট তহবীল— ১৫৫৷৷/৯

মোট— এক শত পঞ্চান্ন টাকা, নয় আনা, নয় পাই মাত্র।

ব্যয় :—

বিষয় :—	১৯৩৯—৪০	১৯৪০—৪১	১৯৪১—৪২
(ক) ও (খ) সাধারণ ও বিশেষ চাঁদা :—			
কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট...	৭৬৩৯৫৩ (*)	৪০২৬৶৬	২৭৫১৷৷/৯ পাই
(গ) স্থানীয় :—			
বিভিন্ন বিষয়ে খরচ	৩৬৪১৷৬	৩১৯৭/৪½	৩৪৭৫৵৩ „
মোট :—	১১২৮০৷৯	৭২২৩৷১০½	৬২২৬৸০

* জুবিলী ফাণ্ড সহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'লার যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক জলসা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর মহোদয়ের বাণী *

উপস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

আমি শারীরিক স্বাস্থ্যহীনতা ও অন্যান্য কারণে এবার জলসায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য বারের ন্যায় আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত আছি। কিন্তু নিশ্চয়ই জানিবেন যে আমার মন আপনাদের সঙ্গে আছে। এবারকার জলসাতে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ভ্রাতা উপস্থিত হইতে না পারাতে এক দিকে যেমন দুঃখের কারণ হইয়াছে, অপর দিকে আল্লাহ্‌তা'লা দেখাইতেছেন যে, আহ্‌মদী জমাত তাঁর জমাত, কোন এক বা কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নয়। মাথা-তোলা লোকগুলি না থাকিলেও আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কাজ চালাইয়া লইবেন। কাজেই আপনারা নিরোৎসাহ না হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহ ও দায়ীত্বের সঙ্গে জলসার কাজ সুচারুরূপে সমাধা করুন। হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) বাণী যে, "সংগ্রামে আহ্‌মদীগণের ঝাপাইয়া পড়ার সময় যে কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে, সে জন্য "জান ও মাল" উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হও। প্রত্যেকে আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখ—প্রকৃত আহ্‌মদী জীবন কতটা যাপন করিতেছ এবং আত্ম-শুদ্ধি কর। যতটা পার প্রচার কর এবং চাঁদা দেও।" আমি বাংলাদেশে আহ্‌মদীয়তের উন্নতির জন্য বরাবর দোয়া করিতেছি। আর একটি কথা আহ্‌মদী যুবকগণ যত পার দলে দলে এই যুদ্ধের নানা বিভাগে ভর্ত্তি হও। হজরত সাহেবের ইহা আদেশ। আত্মীয় পুরুষ বা নারীগণ যেন বাধা না দিয়া একাজে উৎসাহ দেয়।

ষ্টেইস্‌মেন পত্রিকার ভুতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ আর্থার মোরের বাণী

"I note from your letter of October 8 that the B. P. A. A. is meeting at Brahmanbaria and proposes to stress the necessity for the revival in these critical days of true and universal religion, and the necessity of mutual recognition amongst men of individual rights. All such efforts deserve success, and I trust that they will be blessed."

আপনার ৮ই অক্টোবর তারিখের নিমন্ত্রণ চিঠি হইতে জানিলাম যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার অধিবেশন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতেছে এবং এই সঙ্কট সময়ে জগতে সত্য সনাতন ধর্ম্ম জাগুরুক করিতে এবং মানব সমাজে পরস্পর পরস্পরের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ সকল প্রচেষ্টায়ই সফলতা লাভ করিয়া থাকে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা এই জন্য আশীষ প্রাপ্ত হইবেন।

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান :—(১) হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) এবং হজরত উম্মোল-মোমেনীনের অসুখ এখনো সম্পূর্ণ সারে নাই। বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিতে থাকিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ আশীষ বর্ষণ করিবেন।

(২) আহ্‌মদী ভাই বোন সকলেই আনন্দিত হইবেন যে সাহেব-জাদা হজরত মির্জা বশির আহ্‌মদ, এম-এ, সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মির্জা হামিদ আহ্‌মদ সাহেব বিগত ২৮শে নবেম্বর খোদাতা'লার ফজলে এক কন্যা লাভ করিয়াছেন। এই নব প্রসূত সন্তান হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) দৌহিত্রী। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে পরিবারস্থ সকলের জন্য মোবারক করুন, —আমীন! আমরা পরিবারস্থ সকলকেই এই শুভ উপলক্ষে আমাদের মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকা :—(১) এসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী মৌলবী ছৈয়দ সাইদ আহ্‌মদ সাহেব ঢাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার হেড অফিসে গত ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আসিয়া পৌছিয়াছেন।

(২) ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোন কোন ছাত্র বিশেষ মনযোগের সহিত আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে সত্য পথ লাভে তৌফিক দিন, আমীন!

ইটালী :—আহ্‌মদীয়া মোস্‌লেম মিশনারী মৌলবী মোহাম্মদ শরীফ সাহেব যুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালীতে আহ্‌মদীয়ত বা প্রকৃত ইস্‌লাম প্রচার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গেই তাঁহাকে ইটালী গবর্ণমেণ্ট বন্দী করিয়া ফেলে। বিগত ২১শে নবেম্বর লণ্ডন আহমদীয়া মস্‌জিদের ইমাম তারযোগে জানাইয়াছেন যে আমাদের প্রচারক ইটালীতে মঙ্গলমতেই আছেন এবং তিনি জমাতের সকলের নিকট দোয়ার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন।

গোলকোষ্ট (আফ্রিকা) :—আমাদের প্রচারক মৌলবী নজির আহ্‌মদ সাহেব মোবাল্লেগ বিগত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ৩৩টি গ্রামে বহু লোককে বক্তৃতা ও ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। খোদাতা'লার ফজলে এই দুই মাসে সেখানে ৩৩ জন লোক আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে প্রকৃত আহ্‌মদী হইতে এবং উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে তৌফিক দিন, —আমীন!

---

* কাদিয়ান হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের আমীর খান সাহেব আল-হজ্ব মৌলবী মোবারক আলী, বি-ই-এস্‌ (রিটায়ার্ড) এই বাণী ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং বাৎসরিক জলসার দ্বিতীয় দিবসে তাহা উপস্থিত সকলকে শুনান হয়। সঃ, আঃ,।

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4 Bakshi Bazar, Dacca
Dated the 15th December, 1942.

স্যার আজিজুল হক্ ও লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদ

লণ্ডন হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের হাই কমিশনার স্যার আজিজুল হক্ লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদে গমন করেন। লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদের ইমাম মৌলানা জালাল উদ্দিন শাম্‌ছ সাহেব স্থানীয় আহমদীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। স্যার আজিজুল হক্ ইহার উত্তরে বলেন :—"এখানে আসিয়া আমি সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং লণ্ডনস্থ এই মনোরম আহ্‌মদীয়া মস্‌জিদের ইতিহাস আমি সানন্দে শ্রবণ করিয়াছি। কামাল-ইয়ার-জঙ্গ কমিটির সঙ্গে আমি কাদিয়ান পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি অতি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে সেখানে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিয়া আমি বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদিগকে সেখানে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতি সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা দেখিয়া আমি তাহাদের বিষয়ে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছি।"

কলিকাতায় তবলীগ দিবস

বিগত ২৯শে নবেম্বর তবলীগ দিবস উপলক্ষে কলিকাতার আহমদীয়া জমাতের মেম্বরগণ অতি উৎসাহের সহিত গয়র-আহমদী উকিল, পত্রিকার সম্পাদক, মস্‌জিদের ইমাম, ব্যবসায়ী, পীর, মৌলবী, কলেজের ছাত্রদের নিকট এবং বাঙ্গালার মন্ত্রী মহলেও আহ্‌মদীয়তের সত্যতা প্রচার করিয়াছেন। ঐ দিন শৃঙ্খলার সহিত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার মেম্বারগণ সাতটি বিভিন্ন এলাকা মনোনীত করেন, যথা :—

(১) কলোটুলা, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট্ ও ভবানীপুর ; (২) মেছুয়া বাজার ও কলেজ ষ্ট্রীট্ ; (৩) পার্ক সার্কাস ; (৪) টালিগঞ্জ ; (৫) ইটালী ও বেনীয়া পুকুর ; (৬) টেংরা ; এবং (৭) ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট্ ও তালতলা।

কলিকাতা আহ্‌মদী মেম্বারগণ প্রায় সকলই ঐ দিন তবলীগ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে মিঃ মির্জা জফর আহমদ বার-এট-ল ; মেসার্স মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ ও দৌলত আহ্‌মদ খাঁ, বি-এল ; মিঞা দোস্ত মোহাম্মদ শমছ সাহেব ; হাজি মহকুম উদ্দিন সাহেব এবং মুন্সি শামছুদ্দিন সাহেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্ তা'লা তাহাদিগকে সবিশেষ পুরস্কৃত করুন, —আমীন!

তাহ্‌রীকে জদীদ নবম বৎসরের প্রতিশ্রুতি

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) মোবারক আহ্বানে 'তাহরীকে জদীদ' নবম বৎসরের বাবত নিম্ন লিখিত প্রতিশ্রুতি ঢাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া অফিসে পৌছিয়াছে। তাহাদের নাম হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খেদমতে বিশেষ দোয়ার জন্য পাঠান হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'লা তাহাদিগকে 'ছাবেকুনে' শামিল থাকিতে তৌফিক দিন—আমীন!

(১)	খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বি-ই-এস্ (অবসর প্রাপ্ত), আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া—	...	২৫৬৲ টাকা
(২)	মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম—	...	২৬৲ „
(৩)	মিসেস্ গোলাম মৌলা—	...	২২৲ „
(৪)	মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম তাহার ছেলে-মেয়ে ও মৃত পিতা মাতার পক্ষ হইতে—		৫৲ „
(৫)	„ মোজাফর উদ্দিন চৌধুরী, বি-এ,—		১৭৲ „
(৬)	মিসেস্ মোজাফর উদ্দিন—	...	১৭৲ „
(৭)	মিঃ মঞ্জুরুল হক্ চৌধুরী—	...	১০৲ „
(৮)	মিঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী—	...	১০৲ „
(৯)	বেগম মছউদা খাতুন সাহেবা—	..	৮৲ „
(১০)	হেকিম শাহ্ আবদুল বারি সাহেব—		৫৷৷০ আনা

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর স্মরণ রাখিবেন

যাহারা 'তাহ্‌রীকে জদীদের' নবম বৎসরের চাঁদার প্রতিশ্রুতি চলিত ১৯৪২ ইং সনের ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) খেদমতে পেশ করিবেন তাহারাই তাঁহার নির্দ্দেশ মত 'ছাবেকুনে' গণ্য হইবেন এবং তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে তিনি দোয়া করিবেন।

অতএব বঙ্গদেশের ও আসামের ভাই ভগ্নিগণ উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত নিজ প্রতিশ্রুতি পত্রযোগে কাদিয়ান 'তাহ্‌রীকে জদীদের' ফাইনেন্সিয়েল সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং ইহার এক কপি ঢাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠাইবেন যেন এখান হইতেও দোয়ার জন্য তাঁহাদের নাম হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) খেদমতে পেশ করা যাইতে পারে।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

কাদিয়ানে

নিখিল বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া জলসা ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ইং

গবর্ণমেণ্টের কোন কোন দফতরে এবার বড় দিনের ছুটী অপেক্ষাকৃত কম হইবার কারণে আহ্‌মদীয়া বাৎসরিক জলসা আগেকার মত ২৬শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত না হইয়া এবৎসর ২৫শে ডিসেম্বর, রোজ শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইবে। জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

আহ্‌মদীয়া মহিলাদের জলসাও উক্ত তারিখে হইবে। মহিলাদের উদ্যোগে পূর্ব্বের ন্যায় এবারো শিল্প-প্রদর্শনী হইবে।

বন্ধুগণ এখন হইতেই প্রস্তুত হউন। যাহাদের সুযোগ সুবিধা হইতে পারে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ডিসেম্বর ঈদের নমাজও কাদিয়ান হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) সহিত পড়িতে আমরা নিমন্ত্রণ করি।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan. B. L. from the Wari Printing Works, Wari, Dacca. (Bengal).